রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ৫, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৫ মে, ২০১৩/২২ বৈশাখ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৩ মে, ২০১৩ (২০ বৈশাখ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ২০ নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঘঘ) "কমিটি" অর্থ ধারা ৯খ, ৯খখ এবং ৯গ এর অধীন গঠিত যথাক্রমে জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি;";

(খ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

(ছ) "ডিক্রী" অর্থ ধারা ১০(৮), ধারা ১৮(৬) এবং ধারা ২০ক এর অধীনে যথাক্রমে ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;";

(গ) দফা (ঠ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঠঠ) "বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২০ক এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল;"; এবং

(ঘ) দফা (দ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ধ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ধ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়, তবে ধারা ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০ক এর ক্ষেত্রে সরকার অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগকে বুঝাইবে।"।

৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮। **অর্পিত সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ।**—এই আইনের অধীন অবমুক্তি বা প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ বিক্রয়, দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।"।

৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করিবে।"

৫। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ক এর —

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা ১ এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত জেলা কমিটিতে আবেদন দায়ের করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ পাঁচটি উপ-ধারা যথাক্রমে (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৬ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) কমিটির সিদ্ধান্ত লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে :—

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের বক্তব্য (যদি থাকে), এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ;

(খ) দাবীকৃত সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ;

(গ) আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেশ করা হইয়াছে কিনা ;

(ঘ) আবেদনকারী দাবীকৃত সম্পত্তির মালিক কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ;

(ঙ) আবেদনকারী এবং দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P. O. No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(চ) দফা (ক) হইতে (ঙ) তে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;

(ছ) সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, বিভাগীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তদ্‌সম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিভাগীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৬ক) বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৭) এই ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত বিভাগীয় কমিটি কোন আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে, উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, আবেদনের সংখ্যা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ৯খ ধারার সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯খ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন জেলায় দায়েরকৃত আবেদনের সংখ্যা বিবেচনাক্রমে, প্রয়োজন অনুযায়ী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর

সমমর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন কর্মকর্তাকে সভাপতি করে উক্ত জেলায় কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, আইনজীবী ও ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত অতিরিক্ত এক বা একাধিক কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।"।

৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯খখ এর সংযোজন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯খ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ৯খখ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**৯খখ। বিভাগীয় কমিটি।**—নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার;

(গ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন আইনজীবী;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ০১(এক) জন স্থানীয় সমাজসেবক; এবং

(ঙ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী কমিশনার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।"।

৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯গ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯গ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ চারটি নূতন উপ-ধারা যথাক্রমে (৩), (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (৬ক) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় কমিটি উহা যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, কেন্দ্রীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০(ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে কেন্দ্রীয় কমিটি সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, আবেদনের সংখ্যা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৫) এই আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দাখিলকৃত অনিষ্পন্ন আপীল আবেদনসমূহ অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির নিকট নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ঘ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ঘ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ঘ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**৯ঘ। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।**—কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বা আপীলের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আপীল দায়ের না হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।"।

১০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে আবেদন দায়ের করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৭) এর—

(অ) প্রথম শর্তাংশের "এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) দ্বিতীয় শর্তাংশের "এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৭ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কোন ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যা, আঞ্চলিক এখতিয়ার ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এই ধারার অধীন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ঘ) এর উপ-দফা (আ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (আ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(আ) এবং দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত।"।

১১। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পর "বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৯) বিলুপ্ত হইবে।"।

১২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ "ট্রাইব্যুনালের" শব্দটির পূর্বে "কমিটি বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "১০" সংখ্যাটির পূর্বে "৯ক," সংখ্যা, কমা ও অক্ষর সন্নিবেশিত হইবে।

১৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলাজজ বা যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৪ক) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) নির্ধারণ করিয়া দিবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত হইবে।

১৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) এর —

(ক) প্রথম শর্তাংশের "এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দ্বিতীয় শর্তাংশের "এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।"।

১৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "স্থাপন ও উহার" শব্দগুলি ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এক বা একাধিক" শব্দগুলির পূর্বে "প্রত্যেক জেলায়" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) এবং (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেক জেলা সদরে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(৩) সরকার জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার অন্য কোন বিচারককে আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।";

১৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের "বা ধারা ৯গ এ উল্লিখিত কেন্দ্রীয় কমিটির রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের "বা কেন্দ্রীয় কমিটি" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনে নূতন ধারা ২০ক এর সংযোজন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২০ক সংযোজিত হইবে, যথা :—

"**২০ক। বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও এখতিয়ার।**—(১) এই আইনের অধীন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইতিমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সরকার ৭(সাত) টি বিভাগীয় সদরে কর্মরত জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনালের রায় প্রদানকারী বিচারক সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এ উল্লিখিত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পরিবে।"।

১৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২১ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ বিলুপ্ত হইবে।

১৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে :—

"**২২। ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির কার্যপদ্ধতি।**—(১) ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

২০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ :—

"(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে কোন আবেদন বা আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত বিষয়ে, সঠিকতা ও যথাযর্থতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত বা ক্ষেত্রমত রায় প্রদান করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এর "আবেদন বা ধারা" শব্দগুলির পরিবর্তে "আবেদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ বা ধারা ১৮ এর অধীনে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ চারবার উল্লিখিত "আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পর সকল স্থানে "বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫—

(ক) এর উপান্তটীকায় "ও আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) এ উল্লিখিত "বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে " ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

২৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত "এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে," শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী এবং কমা বিলুপ্ত হইবে।

২৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা জেলা কমিটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ তিনবার উল্লিখিত "জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনালে বা আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে সকল স্থানে "জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। **রহিতকরণ।**—এতদ্দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

ভীম চরণ রায়
অতিরিক্ত সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd